BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050006

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য : একটি মৌলিক ভাবনা

**রুহুল কুদ্দুস কয়াল**

Student,
Email: kayalruhulkuddus@gmail.com

**সারাংশ:**

*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিশাল মহীরূহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় বিচরণকারী একজন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, সারাদেশব্যাপী রবীন্দ্র সাহিত্য মানবিক মূল্যবোধের খোরাক। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস সহ সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর আঁচড় পড়েছে। দাম্পত্য জীবন, বাস্তব চেতনা সহ মনঃস্তত্ত্ব উঠে এসেছে তার কথা সাহিত্যে। কাব্য জগতে তিনি অনন্য। সুদূরের পিয়াসী রবীন্দ্রনাথ হেথানয় হোথা নয় অন্য কোন খানে বিচরণ তাঁর কবিতা। মর্ত্য প্রীতি মমত্ববোধ, স্বদেশ চেতনা, ভালোবাসার মতো ভাবাদর্শ প্রাধান্য পেয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। ছোট প্রাণ, ছোট কথা আশ্রয় নিয়ে তার ছোট গল্প পাঠকের অন্তরে এক জিজ্ঞাসু প্রশ্নে উত্তীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারা দেশব্যাপী সংসার, বিশ্বজনীন তিনি। অসীম ও তার প্রতি রবিন্দ্র মনন ছিল ব্যাকুল। ব্যাকুলতা কবিকে স্থির থাকতে দেয়নি। গীতা ও ভাগবতের শারদ স্যার ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতাঞ্জলি"। সাহিত্যের সভ্যসাচী, ত্রিকালজ্ঞ মনিষী ও বিশ্বমানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবধারা ছিল তার নাট্যশিল্প। রবীন্দ্র সাহিত্যে আধ্যাত্মার্গ কিংবা আধি ভৌতিক ও আদি দৈবীক প্রসঙ্গ থাকলেও সারস্বত সত্য প্রতিষ্ঠার হোতা রবীন্দ্র ঠাকুর। মা মাটি মানুষের প্রিয় কবি রবি কবি সবাকার প্রিয়জন। মানুষের শুভ সত্তার উন্মেষ করতে তার সাহিত্য। মানুষের মধ্যে অপরাধবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র সৃজনে রবীন্দ্র মনন সার্থ কতা বহন করে। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের অশুভ শক্তিকে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পৌরহিত্য শক্তি আধুনিক পরিভাষার "মৌলবাদী শক্তি"।*

**মূলশব্দ:** *প্রতিবাদী, আদি দৈবিক, সারস্বত, মৌলবাদী, পৌরহিত্য।*

**ভূমিকা:**

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন কবি। তার ভাষায়—

"আমি কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে, সাড়া জাগিবে তখনই"।

বাংলা কাব্যকাশে রবীন্দ্র প্রতিভা অনন্য। সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সারস্বত সত্য মানুষের অন্তরে আজীবন জাগরূক। একদিকে কবি অন্যদিকে উপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর ও প্রাবন্ধিক। বটবৃক্ষসম রবীন্দ্র প্রতিভা সবাকর মনে আজীবন সমাদৃত। রবীন্দ্র প্রতিভা এমনই এক প্রতিভা যিনি সর্বযুগে সর্বকালে চির প্রাসঙ্গিক, চির নবীন, ও চিরন্তন রূপে শাশ্বত। শরৎচন্দ্রের ভাষায় "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই"। রবীন্দ্র প্রতিভা বিস্ময়ের মধ্যেও কল্পনার সুর ধ্বনিত করেছে আজীবন। আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি পৃথিবীকে সুন্দর বলে জেনেছেন। তিনি ক্লান্তিহীন বিশুদ্ধ আনন্দ রূপকে ব্যক্ত করেছেন। প্রাণের আবেগের সাথে তিনি ছিলেন সজীব, ছিলেন তিনি জীবন্ত। জন কীটস যেখানে বর্ণ এবং ধনীময় তার এক নতুন অবয়ব নিচ্ছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম
সুন্দর হল সে"

এই দর্শন মূলত "truth is beauty, beauty is truth"-এর মতোই। সত্য দ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথ ক্ষণকালের জন্য এলেও রয়ে গেলেন সর্বকালে। শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি মানুষের জীবনের ধারক ও বাহক সেই পথেই সাহিত্যে রোশনাই দিয়ে রবীন্দ্র ঠাকুর মানুষের মনে আসন নিয়েছিলেন। বিশ্বকবি অভিধায় অভিষিক্ত রবীন্দ্র ঠাকুর সাহিত্যে নানান সং রূপে বিচরণ করে জনমানুষে মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার বলিষ্ঠ কারিগর হতে পেরেছেন।

**আলোচনা:**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে ৭ই মে ১৮৬১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবীর কোল আলো করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পিতা-মাতার অষ্টম পুত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । শৈশবে নিতান্তই সহজ সরল ভাবে তার বেড়ে ওঠা। বাঁধাধরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি হাপিয়ে উঠেছিলেন। অভিভাবকদের নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি স্কুলের গন্ডি পেরতে পারেননি। তবুও বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে বিদেশে বিলিতি কায়দায় ইংরেজি শেখার মত পদক্ষেপ রবীন্দ্র ঠাকুরের জীবনে হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য রচনার প্রবণতা লক্ষণীয়। "অভিলাষ" কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য জগতে অবস্থান। মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা র সঙ্গী তার কাব্য। রয়েছে সেখানে ব্যথা হত আনন্দ নিকেতনের সুখ, দার্শনিক সত্যের সন্ধান, রাজনীতিবিদদের নির্ভুল পথের ঠিকানা, মৃত্যু পথযাত্রীর অমৃতকুঞ্জের সন্ধান। নৈরাশ্য পিড়িত সামাজিক পটভূমিকায় তিনি আমাদের কাছে ছিলেন পথপদর্শক। রূপশিল্পীর প্রবনতায় তিনি ছিলেন প্রথম বাংলা কাব্য সাহিত্যের অনন্য প্রাণও প্রবণ ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রথম সাহিত্য প্রভাতে প্রকাশিত হল বাল্মিকী প্রতিভা, সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়িও কোমল, ভানু সিংহের পদাবলী, মানসী কিংবা সোনার তরী। সোনার তরী সোনার আলোয় মঞ্জুরিত হল। পালতোলা নৌকা প্রবাহিত হল নদীতে জীবন ছন্দের ধাবমান গতিধারায় প্রবাহিত সোনার তরী, পরবর্তীকালে বলাকা, পূরবী, মহুয়া, শেষ সপ্তক, পত্রপুট তৎসহ শ্যামলী ধরার কাব্য নবজাতক, সানাই, জন্মদিনে, রোগ শয্যায় প্রভৃতি কাব্য রবীন্দ্র কবি প্রতিভা সার্থক ফসল। বাংলা কথা সাহিত্যে ছোট গল্প নামক শিল্প কর্ম তার হাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ছোট

প্রাণ ছোট ব্যথা, পাঠক দরবারে এক অনন্য মাত্রা নিয়ে এসেছে। করুনা করে আমায় বউ ঠাকুরানীর হাটে পৌঁছে দেবে? এই জিজ্ঞাসা বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম ধাপের সত্য কথা। উপন্যাসের মধ্যে সার্থকতা বহন করে বউ ঠাকুরানীর হাট। মূলত কথা সাহিতে সমাজের বাস্তব সত্য উদঘাটনের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। সামাজিক সমস্যা, নারী মনঃস্তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক চেতনা সাহিত্য ধারায় তিনি প্রকাশ করেছেন। কাব্য কিংবা কথা সাহিত্য শাখায় নয় পাশাপাশি নাটক প্রবন্ধ রম্য রচনা সমালোচনা শিশু সাহিত্য কিংবা ভ্রমণ কাহিনী নির্ভর নানান কথার রূপকার রবীন্দ্র ঠাকুর। স্বাচ্ছন্দ বিহারে সাহিত্যে প্রথম তিনি নোবেল পান। গীতাঞ্জলি কাব্য রামায়ণ কিংবা মহাভারত বা ভাগবতের সমান বাঙালি ঠাকুর ঘরে অবস্থান করে আছে। বাংলা সাহিত্যের সীমাকে এককভাবে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে করেন। পরস্পর দ্বন্দ সংঘাত ময় সংলাপের আদলে যে নাট্য শিল্প তারই প্রয়াস বাংলা নাট্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বন্দী আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি, সারস্বত সত্য প্রতিষ্ঠা কিংবা মুক্ত মনের প্রতিভু হিসাবে তিনি নাটকের শিল্পশৈলীকে অবলম্বন করেছেন। বিসর্জন, রক্তকরবী, ডাকঘর, ফাল্গুনী বিশেষভাবে সমাদৃত। সৃজনশীল চেতনার নন্দনকাননে রবীন্দ্র ঠাকুর আবদ্ধ থাকেন নি। স্বদেশ ও সমাজের ভাবনাতেও ব্যাকুল ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন প্রাণ। পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে তিনি যখন জমিদারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন তখন প্রজাদের দুর্দশা মোচনের উপায় খুঁজেছেন পরম আন্তরিকতার সঙ্গে। প্রতক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার যোগ না থাকলেও পরাধীন ভারতবর্ষের সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না। ১৯১১ সালে "গোরা" পরাধীনতার গ্লানি মোচনের নবতম চেতনার বার্তাই বহন করে। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে যদি প্রশ্ন হয় এদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি করেছেন তাহলে বলতে হয় শ্রীনিকেতনের কথা। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের আদর্শে তার শান্তিনিকেতনের শিক্ষা দর্শনের মূলভিত সূচিত ছিল। প্রতিষ্ঠাপায় কৃষি কর্ম ও পল্লী উন্নয়নের আদর্শ মূলক কিছু দিক। শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের উন্নয়ন।

কোন জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিশেষ মানদন্ড থাকে তার সৃষ্ট সাহিত্যে। মানব সভ্যতার আলোকস্তম্ভ ও লুকিয়ে থাকে তার সৃষ্ট সাহিত্যের যা মানুষের জ্ঞান আনন্দ ও প্রেম দেয়। সর্বকালের মানুষের কাছে শাশত বাণী নিয়ে তিনি সাহিত্যসম্ভার উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কবিতার আসরে তিনি রোমান্টিক আবার কখনো বাস্তব সত্য উন্মোচনের এর কান্ডারী। "আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে" আবার "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে" পরস্পর দুই বিপরীতগামী ভাবনা পাঠককে বিস্মৃত করায়। গভীর মত্ত প্রীতি কারণে ওপেনের গ্রামে ফিরে আসা আবার জীবন দেবতা মানুষের মধ্যে অর্ন্তব্যাপিনী, অর্ন্তযামী স্বরূপ অর্ন্তরবাসে অবস্থান করেছে। কবি বৈষ্ণবীয় ভাবলোকে সমান্তরালভাবে কখনো চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অথবা জয়দেবের গীতগোবিন্দম কাব্যের অনুসরণে ব্রতী হয়েছিলেন। মরণরে "তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান" এ যেন বিদ্যাপতির পথকে স্মরণ করায়। রবীন্দ্রনাথের নেই স্থূল বাসনা প্রকাশ, তার কবিতা ও গান নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির। ঈশ্বরানুভূতির পবিত্র পদ্মাসন। যেখানে তিনি ধূপ জালেন নিয়মিত পরক্ষণে বলেন "তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে"। মিলন থেকে তিনি বিরহ তেই বেশি আনন্দ পেতেন। প্রধানত তিনি বিশ্বপ্রেমের রোমান্টিক কল্পনায় রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের মতোই মৃত্যুকেই মিশিয়েছিলেন ক্লান্তিহীন সুন্দরে। এখান থেকেই তার সুন্দর অনন্ত প্রেম, সুন্দর নৌকা ভ্রমণ সুন্দর বৈপ্লবিক আড্ডা আবার এই সুন্দর জ্যোৎস্নাময় নারীর প্রকাশ। বাংলা কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান অনন্য। মূলত কথা সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দান করেছেন। বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক প্রকরণ, শৈল্পিক কর্মকুশলতা, চরিত্র চিত্রন কাহিনীর বিচিত্রতা সর্বক্ষেত্রে তিনি নতুনত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, নর নারীর অন্তরের কথাকে টেনে বের করেছিলেন যা মূলত বাংলা উপন্যাসের অভিনবত্ব। বউ ঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবিকৃত রেখে মূলত শৃঙ্খলাপূর্ণ কল্পনার দ্বারা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আবার চোখের বালি উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে দোলায়িত এবং নারীর অন্তরের কথাকে টেনে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাল্য বিধবা বিনোদিনীর মনে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্খা এবং মহেন্দ্র বিনোদিনী ও বিহারীলাল এর ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে এই

উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত। "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার" এই সারস্বত সত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে উপন্যাসে। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা প্রেমকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে চরিত্রের মৃত্যু দেখিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ কাশি বাসি করে চরিত্রকে আধ্যাত্ম মার্গে অবস্থান করালেন। কমলার তরল রোমান্সের কাহিনী কে নিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার নৌকাডুবি উপন্যাস। ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, গোরা উপন্যাসে রাজনৈতিক পরিবেশ, জীবনের বৃহত্তর সমস্যা ও স্বদেশীকতা ও সমাজ সমস্যা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা তৎকালীন নর-নারীর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, - এই বক্তব্যই মূলত উঠে এসেছে উপন্যাসে। মিস্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম হাত পাকিয়ে ছিলেন একথা বলতে হয়। চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা উপন্যাস দুটি সে ধরনের প্রমাণ দেয়। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই প্রথম সার্থক ছোট গল্পকার। peculiar product of nineteenth century হল ছোট গল্প। গোস্পদে বিশ্ব আকাশের ছবি যেমন ধরা পড়ে তেমনি সমগ্র জীবন কাহিনীর বর্ণিত অবয়ব এক ঝলকে ধরতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্পে। কাহিনীর গতিময়তা নিবিড় ভাবৈক্য ও ব্যঞ্জনাধর্মিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প বিশেষভাবে সমাদৃত সাহিত্যাকাশে। বাংলা ছোট গল্পের যে বিচিত্রময়তা তা কবিগুর অবদান। পারিবারিক, সামাজিক, প্রকৃতি বিষয়ক কিংবা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কাহিনী নির্ভর এ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিশেষভাবে শিল্প-রস ও সৌকার্য্যমন্ডিত। সুভা, পোস্টমাস্টার, ক্ষুধিত পাষাণ, মনিহারা কিংবা শাস্তি গল্পের মত ব্যঞ্জনা ধর্মীয় ভাষা সত্যি বাংলা ছোটগল্পে দুর্লভ। গল্পের সমাপ্তি কেন্দ্রিক ভাষা ছিল বিস্ময় আত্মক যদি সেখানে বিশ্বসূচক চিহ্ন বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল। সামাজিক ঘেরাটোপে কনটাগত প্রাণ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্লেষাত্মক বাক্য রবীন্দ্র ছোট গল্পকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছে সকল অন্যান্য শিল্পী থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি তবুও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ এ বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নতুন আঙ্গিক প্রদর্শন করায়। সাহিত্য জগতে তিনি মূলত রাজাধিরাজ। সংগীতের যা উদ্দেশ্য যে কাব্য সেই কাব্য গীতিকাব্য- এই ভাব দর্শনে থাকলেও তিনি অন্য ধরে চিন্তন বন্ধনের কান্ডারী। বঙ্কিম গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যে প্রবন্ধ শিল্পের সূত্রপাত করালেন রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্গম পথকে বিশেষভাবে মসৃণ করার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের যুক্তির পারম্পর্যে চিন্তা নির্ভর বক্তব্য প্রধান বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের ধারায় পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ যেখানে আত্মভাবাশ্রয়ী ব্যাক্তি চৈতললোকে উত্তীর্ণ করেছিলেন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে। বিজ্ঞানমতাদর্শ, প্রাচীন ধ্রুপদী কাব্যের বিষয় দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী শিল্প রূপে অভিষিক্ত তাঁর প্রবন্ধ। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভার বিচরণ সর্বাধিক। নাট্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘাত ময় সংলাপকে প্রাধান্য দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। গীতিনাট্য কাব্যনাট্য কাব্য গুন কে প্রাধান্য দিয়ে নাট্যকাব্যের বিচিত্রতা নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। বাল্মিকী প্রতিভা, মায়ার খেলা, কর্ণকুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন সহ বহু নাটক উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বক্তব্যের সাথে প্রেম কে প্রাধান্য দিয়েছেন রাজা রানী নাটকে। চিরায়ত প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি বিসর্জন নাটকে। সামাজিক নানান অসংগতিকে নাট্য ধারার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে চিরকুমার সভা, গোড়ায়-গলদ এর কথা ভাবা যেতেই পারে। মুক্তধারা নাটকে অভিজিৎ যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র হয়েছে। অরূপের সন্ধান তার রাজা নাটকে আবার প্রথা ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে অচলায়তন নাটক। বাংলা নাট্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনবত্ব মূলত রক্তকরবী নাটকের মধ্য দিয়ে। রূপক ও সাংকেতিক ভাবনা রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য প্রয়াস। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই সাংকেতিক ভাবনা রবীন্দ্র ঠাকুর কে বিশেষ নাট্য সৌন্দর্য বিধানের তকমা দিয়েছে। রক্তকরবীর নন্দিনী বিশেষ তাৎপর্য বহনকারী চরিত্র কাব্যের মধ্যে নাট্যগুণ নাটকের মধ্যে কাব্যগুন, গানের মধ্যে দিয়ে নাটককে ধরা, নৃত্যের মধ্য দিয়ে তিনি নাট্য দৃশ্যরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যদিও তা নাট্য প্রকরণ কেন্দ্রিকতায় পৃথক পৃথক নাম পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চন্ডালিকা প্রভৃতি নাট্যকের মধ্যে দিয়ে তিনি নাটকের এই ঋড়ৎস বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অভিনবত্ব এনেছিলেন।

রবীন্দ্রবীক্ষায় একাধিক সাহিত্য শাখার যে প্রস্ফুটন হয়েছিল তা বাঙালি জাতি ও জাতীয় জীবনের কাছে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আজও আছে এবং থাকবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ছাড়া বাংলা সাহিত্যের কথা কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্র চেতনার মৌলিকত্ব যেভাবে সাহিত্য শাখায় বিচ্ছুরিত হয়েছে তাকে নিয়ে আগে বা এখন কিংবা পরেও গবেষণা চলতেই থাকবে। রবীন্দ্র প্রতিভার দ্বারা ধন্য এবঙ্গের মানুষ, ধন্য হয়েছে বাংলা তথা ভারতবর্ষ। রবীন্দ্র আলোচনা চক্র আন্তর্জাতিক স্তরে ভিন্নমাত্রায় সাড়া জাগায়। তার নির্ধারিত পথ কিংবা তার বাণী মানুষকে ক্রমাগত দেখিয়েছে আলোর দিশা। মানুষের চিন্তার জাগরণ যতদিন থাকবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা মানুষের মনের মনিকোঠায় ততদিনই স্থান করবে। পরিশেষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলতে হয়, - "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই" সতত রবীন্দ্র চিন্তার শতধারা আমাদের মধ্যে জাগরুক হোক ইহাই কাম্য।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**


- জানা, ড: মনোরঞ্জন, (১৯৬০), রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা।
- দে, সত্যব্রত, (১৯৭১), রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, তপধীর, (১৯৯৫), আধুনিকতা: পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপণি, জুলাই, কলকাতা।
- আজাদ, হুমায়ুন, (১৯৭৩) রবীন্দ্র প্রবন্ধ: রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- আইয়ুব, আবু সহীদ, (১৯৬৮), আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, কলকাতা।
- রায়, দেবেশ, (১৯৯৮), রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য, দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, (১৩৪৩), রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (খন্ড), বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, (১৩৫৪) রবীন্দ্র- কাব্য- পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, (১৩৬১), রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।



**Citation: কয়াল. রু. কু.,** (2025) "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য : একটি মৌলিক ভাবনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.